তারিখ 27 JAN 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

আমাদের সময়

■ ভুলে ভরা পাঠ্যবই

দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

বর্তমান সরকারের সাফল্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– যথাসময়ে বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া। আগে পাঠ্যবইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হতো। বর্তমান সরকার বছরের প্রথম দিনই তাদের হাতে বই পৌঁছে দিতে পেরেছে। এর কৃতিত্ব নিশ্চয়ই শিক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করতে পারে। কিন্তু আমাদের সময়ের প্রতিবেদনে যে চিত্র উঠে এসেছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। পাঠ্যবইয়ে কোনো ধরনের ভুলই গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরও কেবল বানান বা ভাষাগত ভুল থাকলে হয়তো মার্জনা করা যেত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তথ্য ও তত্ত্বের মারাত্মক বিচ্যুতি লক্ষ করা গেছে, যা অমার্জনীয়। প্রশ্ন উঠেছে– বইয়ের সম্পাদনা ও মুদ্রণের সঙ্গে জড়িতদের দায়িত্ব নিয়ে। নতুন বইয়ে বিভিন্ন তথ্যবিভ্রাটে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নবাণে জর্জর হচ্ছেন শিক্ষকরা। সপ্তম শ্রেণির বাংলা 'সপ্তবর্ণা' বইয়ের ৮১নং পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারার ১৪নং লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে– '১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে তার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব হাতে নেন।' এ প্যারাতে উল্লেখ করা হয়েছে, "১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে মিথ্যা মামলা জারি করে।" সপ্তবর্ণা বইয়ের ৭১নং পৃষ্ঠায় ছাপানো কবি কালিদাস রায়ের 'অপূর্ব প্রতিশোধ' কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে। বইয়ের ৬৮নং পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে কবি সুকুমার রায়ের 'আনন্দ' কবিতাটি। কবিতাটির প্রথম লাইন বাদে একটি লাইনও সঠিক সাজানো হয়নি। ৬৪নং পৃষ্ঠায় ছাপানো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলাদেশের হৃদয়' কবিতার সপ্তম লাইনের পর এক লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাসমগ্রতে কবিতাটি ছিল ২২টি লাইনে। কিন্তু সপ্তম শ্রেণির বইটিতে ছাপা হয়েছে ২১ লাইন। এ ছাড়া ২০১৬ সালের পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ১৯নং পৃষ্ঠায় বাহাদুর শাহ পার্কের ছবির নিচে ক্যাপশন লেখা হয়েছে– '১৯৪৭ সালে নির্মিত সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধ, বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা।' যা ভুল তথ্য। সঠিক তথ্য হচ্ছে– 'এ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয় ১৯৫৭ সালে। সিপাহি বিদ্রোহের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে।' এ রকম আরও অসংখ্য ভুল। পাঠ্যবইয়ে ভুল তথ্য যাদের কাজের গাফিলতিতে হয়েছে, তা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। তাদের এ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে পাঠ্যবইয়ে কোনো ভুল না থাকে, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সর্বোচ্চ সজাগ থাকাও জরুরি বলে আমরা মনে করি।

ভবিষ্যতে যাতে পাঠ্যবইয়ে কোনো ভুল না থাকে, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সর্বোচ্চ সজাগ থাকাও জরুরি বলে মনে করি